সন্ধি

তানহি খান তানহা

P2A

সন্ধি থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. 'শিরশ্ছেদ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ? - ৪৬ বিসিএস

০২. 'দুরবস্থা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? - ৩৯ বিসিএস

০৩. 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? -৩৮ বিসিএস

০৪. 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? -৩৬ বিসিএস

০৫. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? -৩৫ বিসিএস

০৬. সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? -৩২ বিসিএস

P2A

সন্ধি

বিচ্ছেদ

সন্ধি

- **পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।**
- সন্ধি শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
- সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন, চুক্তি, ঐক্য।
- সন্ধি শব্দের বিপরীত অর্থ বিচ্ছেদ।

সন্ধি

সম্ + ধি

সন্ধি জাত শব্দ

মিলন (সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলন)

P2A

সন্ধি মূলত ২ প্রকার

বাংলা শব্দের সন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার

- স্বরসন্ধি
- ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

- স্বরসন্ধি
- ব্যঞ্জনসন্ধি
- বিসর্গ সন্ধি

সন্ধি ৩ প্রকার

স্বরসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

সন্ধিবদ্ধ শব্দ সমাস/প্রত্যয় সাধিত

✓ **বাংলা একাডেমির** মতে সকল সন্ধিবদ্ধ শব্দ **সমাস সাধিত** শব্দ। কিন্তু সকল সমাস সাধিত শব্দ সন্ধিবদ্ধ নয়।

✓ **বোর্ড বই (৭ম শ্রেণি, বাংলা ২য় পত্র)** অনুযায়ী, সকল সন্ধি সাধিত শব্দ **প্রত্যয় বা সমাস সাধিত।**

সন্ধির মিলন যেসব উপায়ে হয়

স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি = স্বরসন্ধি

শুভ (অ+ই) ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

P2A

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সাহায্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়

ঃ

সন্ধি কেন শিখব?

উচ্চারণ সুবিধার জন্য

শ্রুতি মাধুর্যের জন্য

আমরা যেই শব্দের সন্ধি করব সেই শব্দের আগের অথবা পরের অংশ বুঝতে পারব।

রত্নাকর - রত্ন + আকর

কথামৃত - কথা + অমৃত

সূর্যোদয় - সূর্য + উদয়

দুটো অর্থ বিশিষ্ট পদের যে সন্ধি হয়, তাকে বহিঃসন্ধি বলে।

তবে কিছু সন্ধি বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পদ দুটি কোন অর্থ জ্ঞাপন করেনা।

পো + ইত্র = পবিত্র

ভজ্ + ত = ভক্ত

মুহ্ + ত = মুগ্ধ

যে সন্ধি-বিচ্ছেদের পদ দুটি কোনো অর্থ জ্ঞাপন করেনা, কোনো ধ্বনি, অব্যয়, উপসর্গ বা ঐ জাতীয় শব্দাংশ বা ধ্বনিসমষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়, তাকে **অন্তঃসন্ধি** বলে।

কয় প্রক্রিয়ায় সন্ধি করা হয়

ধ্বনির মিলন

ধ্বনির লোপ

ধ্বনির পরিবর্তন

বাংলা স্বরসন্ধি

(স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি)

অ+এ = এ (অ লোপ)	শত + এক = শতেক	কত + এক = কতেক	
আ+আ = আ (একটা আ লোপ)	শাঁখা + আরি = শাঁখারি	রুপা + আলি = রুপালি	
আ+উ = উ (আ লোপ)	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক	হিংসা + উক = হিংসুক	নিন্দা + উক =নিন্দুক
ই+এ = ই (এ লোপ)	কুড়ি + এক = কুড়িক আশি + এর = আশির	ধনি + এক = ধনিক	গুটি + এক = গুটিক

সন্ধিতে সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পাবে

P2A

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম-১

১ম অংশ লোপ পাবে, পরের অংশ দ্বিত্ব হবে

অঘোষ + ঘোষ = ছোট + দা = ছোদ্দা

র + অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি = আর্ + না = আন্না, চার + টি = চাট্টি,

ধর্ + না = ধন্না

দন্ত + তালব্য = নাত্ + জামাই = নাজ্জামাই, বদ্+জাত= বজ্জাত

(ত বর্গীয় + চ বর্গীয়)

প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সমীভবনের নিয়োমেই হয়ে থাকে

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম-২

স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলে স্বরধ্বনি লোপ হবে।

স্বর + ব্যঞ্জন

কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, ঘোড়া+গাড়ি=ঘোড়গাড়ি

নাতি+বৌ = নাতবৌ

P2A

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম - ৩

প এর পরে চ

স এর পরে ত

চ আর ত এর স্থলে **শ** হবে

পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ

সাত + সের = সাশ্‌সের

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির

নিয়ম - ৪

- বদ্ধাক্ষরের শেষ ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না।

- চুন+আরি = চুনারি
- বোন + আই = বোনাই
- তিল + এক = তিলেক

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি। ৩

- স্বরসন্ধি
- ব্যঞ্জনসন্ধি
- বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

ঃ

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বিসর্গ হলো 'র্' ও 'স্' এর সংক্ষিপ্ত রুপ।

বিসর্গ সন্ধি

র-জাত বিসর্গ: 'র্' ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে র-জাত বিসর্গ বলে।

যেমন : অন্তর্- অন্তঃ, অহর- অহঃ, দুর্- দুঃ ইত্যাদি।

স-জাত বিসর্গ: 'স্' ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে স-জাত বিসর্গ বলে।

যেমন: পুরস্- পুরঃ, মনস-মনঃ, বয়স্-বয়ঃ ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-১

র = বিসর্গ,
রেফ = বিসর্গ

যদি কোন বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দে 'র বা রেফ' থাকে, তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদে তার স্থলে (ঃ) হবে।

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-১

- দুর্জন = দুঃ + জন
- নির্জল = নিঃ + জল
- দুরন্ত = দুঃ + অন্ত
- নিরালয় = নিঃ + আলয়
- অহরহ = অহঃ + অহ
- দুরাকাঙ্ক্ষা = দুঃ + আকাঙ্ক্ষা
- নির্জীব = নিঃ + জীব
- অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান

দুর্ভেদ্য = দুঃ + ভেদ্য

চতুরঙ্গ = চতুঃ + অঙ্গ

পুনর্বার = পুনঃ + বার

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-২

মনো যুক্ত শব্দ ও = ঃ

যদি কোন বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দে ‘ও বা ও-কার’ থাকে, তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদে তার স্থলে (ঃ) হবে।

শর্ত: ও কার শব্দের মাঝে থাকবে

মনোহর = মনঃ + হর

তিরোধান = তিরঃ + ধান

সরোজ = সরঃ + জ

মনোরথ = মনঃ + রথ

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-২

পুরোহিত = পুরঃ +হিত

বয়োজ্যেষ্ঠ = বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ

পয়োধর = পয়ঃ + ধর

মনোরথ = মনঃ + রথ

বয়োবৃদ্ধ = বয়ঃ + বৃদ্ধ

সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত

তিরোধান = তিরঃ + ধান

শিরোধার্য = শিরঃ + ধার্য

পুরোভাগ = পুরঃ + ভাগ

মনোমোহন = মনঃ + মোহন

যশোলাভ = যশঃ + লাভ

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-৩

শ , স, ষ + অঘোষ ধ্বনি

শর্ত : শ, ষ, স যুক্ত হয়ে আসবে

মনশ্চক্ষু = মনঃ + চক্ষু
শিরশ্ছেদ = শিরঃ+ছেদ
মনস্কামনা = মনঃ + কামনা
দুশ্চিকিৎস্য = দুঃ + চিকিৎস্য
আবিষ্কৃত = আবিঃ + কৃত
নিষ্প্রয়োজন = নিঃ + প্রয়োজন
নিষ্কর = নিঃ + কর
চতুষ্পার্শ্ব = চতুঃ + পার্শ্ব
দুশ্চরিত্র = দুঃ + চরিত্র
বহিষ্কৃত = বহিঃ + কৃত

বিসর্গ সন্ধি:

নিয়ম-৪

(ব্যতিক্রম)

কিছু কিছু সন্ধিতে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়।

নীরব-

নীরস-

নীরক্ত-

নীরোগ-

যে সকল সন্ধিবদ্ধ পদের মাঝে বিসর্গ লোপ পায়না

ক খ প ফ স শ ক্ষ

স প ক্ষ ক ফ খ শ

২য় পদের প্রথম বর্ণ (ক খ প ফ স শ ক্ষ) থাকলে তার পূর্বের বিসর্গ লোপ পাবেনা

যেসকল সন্ধিবদ্ধ পদের মাঝে বিসর্গ লোপ পায়না-

মনঃক্ষুণ্ণ = মনঃ + ক্ষুণ্ণ

প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল

অন্তঃসারশূন্য = অন্তঃ + সারশূন্য

পুনঃপুন = পুনঃ + পুন

অন্তঃসত্তা = অন্তঃ + সত্তা

মনঃশান্তি = মনঃ + শান্তি

তেজঃপুঞ্জ = তেজঃ + পুঞ্জ

অন্তঃকোণ = অন্তঃ + কোণ

ইতঃপর = ইতঃ + পর

অন্তঃপুর = অন্তঃ + পুর

নিঃশর্ত = নিঃ + শর্ত

নিঃশেষ = নিঃ + শেষ

মনঃপ্রাণ = মনঃ + প্রাণ

মনঃসংযোগ = মনঃ + সংযোগ

বহিঃপ্রকাশ = বহিঃ + প্রকাশ

শিরঃকম্পন = শিরঃ + কম্পন

যশঃপ্রার্থী = যশঃ + প্রার্থী

দুঃখ = দুঃ + খ

নিঃশঙ্ক = নিঃ + শঙ্ক

অধঃপাত = অধঃ + পাত

নভঃপ্রদেশ = নভঃ + প্রদেশ

মনঃসংযম = মনঃ + সংযম

নমঃশিবায় = নমঃ + শিবায়

তপঃসাধন = তপঃ + সাধন

বিশেষ বিসর্গ সন্ধি

বাচস্পতি = বাচঃ+ পতি

অহরহ = অহঃ + অহ

ভাস্কর = ভাঃ +কর

অহর্নিশ = অহঃ + নিশা

সংস্কৃত স্বরসন্ধি: নিয়ম-১

অ/আ + অ+আ= আ/ আ-কার

- ✓যথার্থ = যথা + অর্থ
- ✓মহাশয় = মহা + আশয়
- ✓যাতায়াত = যাত + আয়াত
- ✓প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক
- ✓কথামৃত = কথা + অমৃত

সংস্কৃত স্বরসন্ধি: নিয়ম-১

অ/আ + ই/ঈ = এ

- ✓ নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
- ✓ শ্রবণেন্দ্রিয় = শ্রবণ + ইন্দ্রিয়
- ✓ মহেশ = মহা + ঈশ
- ✓ গণেশ = গণ + ঈশ
- ✓ শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
- ✓ স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
- ✓ রমেশ = রমা + ঈশ

সংস্কৃত স্বরসন্ধি: নিয়ম-১

অ/আ + উ/ঊ= ও

- ✓ ফলোদয় = ফল + উদয়
- ✓ পদোন্নতি = পদ + উন্নতি
- ✓ শিল্পোন্নত = শিল্প + উন্নত
- ✓ দেবোপম = দেব + উপম
- ✓ গঙ্গোদক = গঙ্গা + উদক
- ✓ প্রশ্নোত্তর = প্রশ্ন + উত্তর
- ✓ পরোপকার = পর + উপকার

সংস্কৃত স্বরসন্ধি: নিয়ম-১

অ/আ + ও/ঔ = ঔ

- ✓জলৌওষধি = জল + ঔষধি
- ✓জলৌকা = জল + ওকা
- ✓পরমৌষধ = পরম + ঔষধ
- ✓মহৌষধ = মহা + ঔষধ
- ✓বনৌষধি = বন + ঔষধি
- ✓মহৌষধি = মহা + ঔষধি

অ/আ + এ/ঐ = ঐ

- ✓জনৈক = জন + এক
- ✓সদৈব = সদা + এব
- ✓অতুলৈশ্বর্য = অতুল + ঐশ্বর্য
- ✓মতৈক্য = মত + ঐক্য
- ✓মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য
- ✓পরমৈশ্বর্য = পরম + ঐশ্বর্য

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-২

অ/আ + ঋষি = অর

- ✓ রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
- ✓ মহর্ষি = মহা + ঋষি
- ✓ সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি

অ/আ + ঋত = আর

- ✓ উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
- ✓ ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
- ✓ ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
- ✓ পিপাসার্ত = পিপাসা + ঋত
- ✓ বন্যার্ত = বন্যা + ঋত

P2A

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-৩

ই/ঈ + ই+ঈ = ঈ

- ✓ রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
- ✓ গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র
- ✓ ক্ষিতীশ = ক্ষিতি + ঈশ
- ✓ অতীব = অতি + ইব
- ✓ প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা
- ✓ গিরীশ = গিরি + ঈশ

ঈক্ষা ঈক্ষণ ঈশ ঈশ্বর ঈপ্সা

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম - ৪

ই/ঈ + অন্যস্বর = য (য ফলা)

- ✓ প্রত্যুষ = প্রতি + উষ
- ✓ অধ্যয়ন = অধি + অয়ন
- ✓ অগ্ন্যুৎপাত = অগ্নি + উৎপাত
- ✓ ব্যতিক্রম = বি + অতিক্রম
- ✓ অত্যন্ত = অতি + অন্ত
- ✓ প্রত্যুক্তি = প্রতি + উক্তি

P2A

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-৫

উ/ঊ +উ/ঊ = ঊ/ ঊ কার

- ✓ কটূক্তি = কটু + উক্তি
- ✓ বধূচিত = বধূ + উচিত
- ✓ বিধূদয় = বিধু + উদয়
- ✓ সূক্ত = সু + উক্ত
- ✓ মরূদ্যান = মরু + উদ্যান

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-৬

উ/ঊ + অন্যস্বর = ব ফলা

- ✓ অন্বেষণ = অনু + এষণ
- ✓ অন্বিত = অনু + ইত
- ✓ তন্বী = তনু + ঈ
- ✓ স্বায়ত্ত = স্ব + আয়ত্ত

P2A

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-৭

এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয়, এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব ও আব হয়।

অয় = এ কার (নয়ন, চয়ন, পয়ন, বয়ন)

আয় = ঐ কার (নায়ক, গায়ক)

অব = ও কার (পবন, পবিত্র, লবণ, শ্রবণ, ভবন)

আব = ঔ কার (নাবিক, পাবক, ভাবুক)

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

যেসব স্বরসন্ধি নিয়ম মানে না, নিয়ম ভেঙে সন্ধি হয় তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ** সন্ধি বলে।

যেমন, ‘কুল+অটা’ সন্ধি করে হওয়ার কথা ‘কুলাটা’ (অ+অ = আ)

কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর তা হয়ে গেছে ‘কুলটা’। তাই এটা নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি।

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

- কুল+অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)
- গো+অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)
- প্র+ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)
- অন্য+অন্য = অন্যোন্য
- মার্ত+অন্ড = মার্তন্ড (মার্তান্ড নয়)
- স্ব + ঈর = স্বৈর
- শুদ্ধ+ওদন = শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন নয়)
- সম + অর্থ = সমর্থ
- সার + অঙ্গ = সারঙ্গ

P2A

মনে রাখবেন যেভাবে:

কুলটা মেয়েটি অন্যান্য প্রৌঢ়দের সাথে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তাই গবাক্ষের পাশে বসে মার্তণ্ডের শুদ্ধোদনের সাথে প্রেম করছে।

কুলটা - কুল বা বংশত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা।

প্রৌঢ় - যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থাপ্রাপ্ত, মাঝবয়সি।

স্বৈর - নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার; স্বেচ্ছাচার।

গবাক্ষ - জানালা।

মার্তণ্ড - সূর্য।

ওদন - অন্ন বা ভাত।

শুদ্ধোদন – গৌতম বুদ্ধের পিতা।

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি	নিয়ম অনুসারে স্বরসন্ধি	নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি	নিয়ম অনুসারে স্বরসন্ধি
অন্যোন্য = অন্য+অন্য	অন্যান্য = অন্য + অন্য	বিম্বোষ্ঠ = বিম্ব + ওষ্ঠ	বিম্বৌষ্ঠ = বিম্ব + ওষ্ঠ
সীমন্ত = সীমন্ + অন্ত	সীমান্ত = সীমন্ + অন্ত	রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ	রক্তৌষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-১

সন্ধিজাত শব্দের মধ্যে (গ, জ, ড/ড়, দ, ব) থাকে, তাহলে বিচ্ছেদে যথাক্রমে ক, চ, ট, ত/ৎ, প হবে

(ক - গ) দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

(চ - জ) ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত

(ট - ড (ড়) ষট্ + আনন = ষড়ানন

(ত/ৎ - দ) তৎ + অবধি = তদবধি

(প - ব) সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি:

নিয়ম-২

১ম বর্ণ টি ত/ৎ বা দ দ্বারা পরিবর্তন হবে

- ✓ চ্চ - বিপদ+চয় = বিপচ্চয়, সৎ+চিন্তা = সচ্চিন্তা
- ✓ চ্ছ - উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ, বিপদ্+ছায়া = বিপচ্ছায়া
- ✓ জ্জ - সৎ+জন= সজ্জন, বিপদ+জাল = বিপজ্জাল
- ✓ জ্ঝ - কুৎ+ঝটিকা= কুজ্ঝটিকা।
- ✓ ল্ল - উৎ+লাস = উল্লাস
- ✓ ড্ড - উৎ+ডীন = উড্ডীন

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৩

চ্ছ

এর পুর্বে স্বরধ্বনি থাকলে প্রথমটি বাদ

কথা+ছলে = কথাচ্ছলে, পরি + ছদ= পরিচ্ছদ

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি:

নিয়ম-৪

দ্ধ- ১ম বর্ণটি ত/দ দ্বারা পরিবর্তন হবে।

২য় বর্ণটি হ দ্বারা হবে

উৎ+হার=উদ্ধার, পদ্+হতি= পদ্ধতি।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৫

চ্ছ্ব

১ম বর্ণ ত/দ দ্বারা পরিবর্তন এবং

২য় বর্ণ ‘শ’ দ্বারা পরিবর্তন হবে।

যেমন- উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৬

নাসিক্য + অন্য ব্যঞ্জন যুক্ত হলে

ঙ ঞ ণ ন ম= ম্

শম্ + কা = শঙ্কা, সম্ + চয় = সঞ্চয়, সম্ + তাপ = সন্তাপ।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৭

নাসিক্য+ নাসিক্য

প্রথম নাসিক্য নিজ বর্গের ১ম বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন

যেমন: তৎ+ময় = তন্ময়, মৃৎ+ময় = মৃন্ময়, জগৎ+নাথ = জগন্নাথ।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৮

ং = ম

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৮

জ্ঞ = জ+ঞ

ঞ এর পরিবর্তে ‘ন’ বসবে

রাজ+নী = রাজ্ঞী, যজ্+ন = যজ্ঞ, বিজ্+নান = বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি: নিয়ম-৯

‘ৎ’ থাকলে তার স্থলে সন্ধি বিচ্ছেদে ‘দ/ধ’ হবে।

তদ্+কাল= তৎকাল, ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা, বিপদ+সংকুল = বিপৎসংকুল।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি:

নিয়ম-৯

- সন্ধিজাত শব্দে ষ্ট থাকলে (ষ + ত) হবে।
- যেমন - কৃষ+তি = কৃষ্টি, কষ্+ত = কষ্ট, নষ্+ত = নষ্ট।

- সন্ধিজাত শব্দে ষ্ঠ থাকলে (ষ + থ) হবে।
- যেমন- ষষ+থ = ষষ্ঠ।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

বৃহস্পতি, বনস্পতি, তস্কর, পরস্পর,

ষোড়শ, একাদশ,

মনীষা, পতঞ্জলি, আশ্চর্য, গোষ্পদ, দ্যুলোক।

P2A

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি

পরস্পর = পর + পর

গোষ্পদ = গো + পদ

ষোড়শ = ষট্ + দশ

আশ্চর্য = আ + চর্য

পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি

বনস্পতি = বন + পতি

তস্কর = তৎ + কর

একাদশ = এক + দশ

মনীষা = মনস্ + ঈষা

হরিশ্চন্দ্র = হরি + চন্দ্র

দ্যুলোক = দিব্ + লোক

মনে রাখবেন যেভাবে

বৃহস্পতি আর বনস্পতি দুই ভাই। তারা পরস্পর তস্কর (চোর), গোষ্পদ (গরুর পা) চুরি করে। বৃহস্পতির বয়স একাদশ (১১) আর বনস্পতির বয়স ষোড়শ (১৬)। তাদের চুরি করার সময় দেখে ফেলে বম্বের নায়িকা মনীষা। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। দৌড়ে গেল ছবির নায়ক হরিশ্চন্দ্র এর কাছে। দুজনে কিছু না বুঝে গেল ছবির পরিচালক পতঞ্জলির কাছে। পতঞ্জলি বলে দিল যারা গরুর পা চুরি করে তারা কখনও দ্যুলোকে (আকাশে বা স্বর্গ) থাকতে পারবে না।

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধি

সংস্কার

সংস্কৃত

সংস্কৃতি

পরিষ্কার

পরিষ্কৃত

উত্থাপন

উত্থান

Thank You